ঘর-বন্দ করুন,
ঘর থেকে বেবর্কত ও শয়তান দূর করুন

আব্দুল হামীদ মাদানী, সঊদী আরব

শয়তান এমন এক সৃষ্টি যে মানুষের রক্তশিরায় প্রবাহিত হতে পারে, সুতরাং কোন বাঁধ দিয়ে তাকে রোখা, কোন বাধ সেধে তাকে বাধা দেওয়া অথবা কোন বাঁধন দিয়ে তাকে বাঁধা সম্ভব নয়। সে অদৃশ্য জিনিসকে আধ্যাত্মিক কিছু দিয়ে প্রতিহত করতে হয়।

অবশ্য শয়তানকে রাজি ও খোশ করে ভাগানো যায়। কিন্তু সে মানুষের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি হবার নয়। শির্ক করলে সে রাজি হয়, অতএব শির্ক ক'রে তাকে খোশ ক'রে বিদায় জানাতে অনুরোধ করা যায়। কিন্তু মুসলিমদের জন্য তা বৈধ নয়। কারণ শির্ক অমার্জনীয় সবচেয়ে বড় পাপ।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, সে যা পছন্দ করে না, তা দিয়ে ভাগানো। সে যাতে কষ্টবোধ করে তা দিয়ে তাড়ানো। যেমন মরিচের ধোঁয়া মানুষের কাছে বড় কষ্টকর। কোন ঘরে মরিচের ধোঁয়া দেওয়া হলে সে ঘরে কোন মানুষ টিকতে পারবে না। তেমনি শয়তানের জন্য মরিচের ধোঁয়া হল, মহান আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর যিক্‌রে সে জ্বলে ওঠে। আযান শুনে সে পাদতে পাদতে পলায়ন করে। বলাই বাহুল্য যে, ঘর থেকে তাকে বিতাড়িত করতে, অন্য কথায় শয়তান থেকে 'ঘর-বন্দ' করতে আপনি নিম্নলিখিত আধ্যাত্মিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন ঃ-

১। বাড়ি প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলুন।

২। পানাহার শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলুন।

তিনি আরো বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

"তোমাদের কেউ যখন নিজ বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং রাতের খাবারও পেলে।" *(মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫নং)*

৩। যথানিয়মে কুরআন এবং বিশেষ করে সূরা বাক্বারাহ তেলাঅত করুন।

মহানবী ﷺ বলেন,

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

"তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায বা তেলাঅত হয় না, তেমনি বিনা নামায ও তেলাঅতে ঘরকেও তার মতো করো না; বরং তাতে নামায ও তেলাঅত করতে থাক।) অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন,

اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

"তোমরা তোমাদের গৃহে সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ, যে ঘরে ঐ সূরা পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।" *(সহীহুল জামে' ১১৭০নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সূরা বাক্বারাহ কোন বাড়িতে পাঠ করা হলে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না। *(সহীহ তারগীব ১৪৬২নং)*

বিশেষ ক'রে আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করুন।

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, রমযানের যাকাত পাহারা দেওয়ার হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, 'বিছানায় শয়ন করে "আয়াতুল কুরসী" [الله لا إله إلا هو الحي القيوم] শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। এতে তোমার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরাইরা ﵁ একথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন,

أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

"জেনে রেখো ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। তিন তিন রাত্রি তুমি কার সাথে কথা বলেছ, তা জান কি আবু হুরাইরা?" আবূ হুরাইরা বললেন, 'না।' (রসূল ﷺ) বললেন, "ও ছিল শয়তান!" *(বুখারী ৩২৭৫নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)*

সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত নিয়মিত পাঠ করুন।

নবী ﷺ বলেন,

الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

"যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট করবে।" (বুখারী ৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)

তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَأَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ.

"আল্লাহ তাআলা আকাশমন্ডলী ও ধরণী সৃষ্টির দুই সহস্রবৎসর পূর্বে এক গ্রন্থ (লওহে মাহফুয) লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের নিকট অবস্থিত। তিনি ঐ (গ্রন্থ) হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার দ্বারায় সূরা বাক্বারার সমাপ্তি করেন। যে গৃহে ঐ আয়াত দুটি তিন দিন পঠিত হবে, শয়তান সে গৃহের নিকটবর্তী হবে না। *(আহমাদ ৪/২৭৪)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঐ দুই আয়াত কোন বাড়িতে পাঠ করা হলে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না। *(সহীহ তারগীব ১৪৬৭নং)*

৪। বাড়ি থেকে বাজনা দূর করুন।

মহানবী ﷺ বলেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

"সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে ঘন্টা থাকে। সেই সফর কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যে কাফেলায় ঘন্টা থাকে।" (আহমাদ, আবূ দাউদ)

বলাই বাহুল্য যে, যে বাড়িতে ঘুঙুর-ঘন্টা থেকে আরো বড় আকর্ষণীয় বাজনা-বাদ্য ধ্বনিত হয়, সে বাড়িতে রহমতের ফিরিশ্তা থাকতে পারে না। আর তার মানেই শয়তান ও বর্কতহীনতা সে ঘর হতে বিদায় গ্রহণ করে না।

৫। বাড়ি থেকে মানুষ বা কোন প্রাণীর মূর্তি ও ছবি বা ফটো দূর করুন।

মহানবী ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.

"যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৬। বাড়ি থেকে কুকুর দূর করুন। বিশেষ করে কালো কুকুর শয়তান।

মহানবী ﷺ বলেন,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.

"যে ঘরে কুকুর বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

একদা মহানবী ﷺ-এর গৃহে একটি কুকুর প্রবেশ করলে জিবরীল প্রবেশ করেননি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জিবরীল বলেছিলেন, "আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর অথবা মূর্তি (বা ছবি) থাকে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

বলা বাহুল্য ভাড়াটিয়া ওঝার উপর ভরসা ক'রে ঘরের চার কোণে মাটির ভাঁড় পুঁতে, পেরেক পিটিয়ে, দরজায় সিন্দুর (?) লাগিয়ে, বাঁশ গাছের ডগায় আয়না ঝুলিয়ে, দরজায়-জানালায় তাবীয চিটিয়ে, ধূপ-ধূনা দিয়ে শির্ক-বিদআত না ক'রে, নিজের বাড়ি নিজেই বন্ধ করুন। বাড়ি থেকে জিন, শয়তান ও বর্কতহীনতা পলায়ন করবে ইন শাআল্লাহ।